সিএসসি-এর আগ্রহের কথা কথা জানতে পেরে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁকে অর্থাৎ স্বর্গীয় ফাদার চার্লস জে, ইয়াং, সিএসসি-কে কানাডার কোডি ইনস্টিটিউট অব সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার ইউনিভারসিটিতে ক্রেডিট ইউনিয়নের উপর প্রশিক্ষণ নিতে কানাডায় প্রেরণ করেন। স্বর্গীয় ফাদার চার্লস জে, ইয়াং, সিএসসি কানাডার কোডি ইনস্টিটিউট অব সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার ইউনিভারসিটি থেকে ৯(নয়) মাস ক্রেডিট ইউনিয়নের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরে এসে বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান)-এর বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে ঘুরে ঘুরে ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, গঠন প্রক্রিয়া, পরিচালনা পদ্ধতি, বিভিন্ন নিয়ম-কানুন, এর উপকারিতা প্রভৃতি বিষয় বিভিন্ন স্থানীয় পাল-পুরোহিত, ব্রাদার, সিস্টার, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ খ্রীষ্টভক্তদের শিক্ষা দিতে থাকেন। এভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হবার পর স্বর্গীয় ফাদার চার্লস জে, ইয়াং, সিএসসি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড, ঢাকা গঠন করেন। অতঃপর তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে যান এবং ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং এর নিয়ম-কানুনের উপর প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। এর ফলে বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি ধর্মপল্লীতে ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠিত হতে থাকে। প্রকাশ থাকে যে, স্বর্গীয় ফাদার চার্লস জে, ইয়াং, সিএসসি বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে যে কয়েকটি ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠন করেছেন, তার প্রত্যেকটি শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সুন্দর ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এজন্য স্বর্গীয় ফাদার চার্লস জে ইয়াং, সিএসসি-কে বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের জনক বা প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া স্বর্গীয় ফাদার চার্লস জে, ইয়াং, সিএসসি-কে ক্রেডিট ইউনিয়নের সাথে জড়িত সকলে অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। এক কথায় বলা যায় যে, বাংলাদেশ খ্রীষ্টমন্ডলীর প্রথম আর্চবিশপ স্বর্গীয় লরেন্স লিও গ্রেনার, সিএসসি-এর ঐকান্তিক আগ্রহ এবং স্বর্গীয় ফাদার চার্লস জে ইয়াং, সিএসসিসহ সমাজ সেবায় আগ্রহী কয়েকজন স্বর্গীয় ফাদার ও নিবেদিত কয়েকজন সাধারণ খ্রীষ্টভক্তের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়েছে। সুতরাং, বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের সূত্রপাত কখন, কিভাবে এবং কার উদ্যোগে হয়েছিল, তার উপর সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ-

(ক) ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন-

বাংলাদেশে সর্ব প্রথম ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত রাণীখং ক্যাথলিক ধর্মপল্লীতে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অথবা এর কিছু দিন পরে স্বর্গীয় ফাদার যোসেফ রিক, সিএসসি-এর উদ্যোগে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের রাঁচীর তৎকালীন ফাদার লিফম্যান্স এস জে একটি কেন্দ্রীয় কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠন করেছিলেন। উক্ত ক্রেডিট ইউনিয়নটির কার্যক্রম অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে চলছিল। এই খবর পেয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত রাণীখং ধর্মপল্লীর তৎকালীন ফাদার যোসেফ রিক, সিএসসি স্বচক্ষে তা দেখার জন্য ভারতের রাঁচীতে গিয়েছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তিনি ভারতের রাঁচীতে গিয়ে উক্ত ক্রেডিট ইউনিয়নটির কার্যক্রম দেখে সত্যি সতিই অভিভূত হয়েছিলেন। তাই রাণীখং ধর্মপল্লীতে ফিরে এসে তিনি ময়মনসিংহ অঞ্চলে ক্রেডিট ইউনিয়ন কার্যক্রম শুরুর পরিকল্পনা করেন। উক্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য তিনি রাণীখং ধর্মপল্লীতে ফাদার, স্থানীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং খ্রীষ্টভক্তদের জন্য ক্রেডিট ইউনিয়ন বিষয়ক এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন, যেখানে ভারতের রাঁচীর তৎকালীন ফাদার লিফম্যান্স এস জে-কে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। নিমন্ত্রণ পেয়ে ভারতের রাঁচীর তৎকালীন স্বর্গীয় ফাদার লিফম্যান্স এস জে রাণীখং ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত ক্রেডিট ইউনিয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণে এসেছিলেন এবং ক্রেডিট ইউনিয়ন কার্যক্রমের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছিলেন। প্রশিক্ষণ আয়োজনের ফলে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে কর্মরত স্বর্গীয় ফাদার রেমন্ড সুইটালস্কী, সিএসসি খুবই অনুপ্রাণিত হন এবং সম্ভবতঃ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে অথবা এর কিছু সময় পরে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লী যেমন- ময়মনসিংহ, বালুচরা, ভালুকাপাড়া এবং বিড়ইডাকুনী ধর্মপল্লীতে ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠন করেছিলেন। আবার ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে জলছত্র ধর্মপল্লীতে ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ময়মনসিংহ, রাণীখং, বালুচরা, ভালুকাপাড়া, বিড়ইডাকুনী এবং জলছত্র ধর্মপল্লীতে যে ক্রেডিট ইউনিয়ন গুলো গঠিত হয়েছিল, সেগুলো সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে এক সময় বন্ধ হয়ে যায়। তবে পরবর্তীতে উল্লেখিত ধর্মপল্লীর প্রায় প্রত্যেকটিতে ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কালব্-এর সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মিঃ অমল জন ড্রি' কস্তার